কালের কণ্ঠ

তারিখ 13 JAN 2017
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম 2

রডের বদলে বাঁশ-কাঠ মিলল দুই যুগ পর

আহমেদ উল হক রানা, পাবনা ▷

নির্মাণের দুই যুগের মাথায় পাবনার সুজানগর উপজেলার বিন্নাডাঙ্গী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনে ঢালাইয়ের ক্ষেত্রে রডের বদলে বাঁশ ও কাঠ পাওয়া গেছে। কর্তৃপক্ষ ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছে। এতে বিপাকে পড়েছে শিক্ষক ও শিশু শিক্ষার্থীরা।

উপজেলার দুলাই ইউনিয়নে ১৯৮০ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার ২৩ বছর পর ২০১৩ সালে বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ হয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে টিনের ঘর দিয়ে বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হলেও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের অর্থায়নে ১৯৯৩ ও ২০০১ সালে দুই দফায় চার কক্ষবিশিষ্ট ভবনটি নির্মাণ করা হয়। প্রথম দফায় ঠিকাদার সুলতান বিশ্বাস ও দ্বিতীয় দফায় ঠিকাদার রউফ সরদার দুই কক্ষ করে নির্মাণ করেন। নির্মাণের প্রায় ২৩ বছর পর গত বছরের মাঝামাঝি বিদ্যালয়টির দুটি কক্ষ ও শিক্ষকদের ঘরের বারান্দার প্লাস্টার উঠে যায়। এরপর দেখা যায় ছাদসহ অন্যান্য স্থানের ঢালাইয়ে ঠিকাদার রডের বদলে বাঁশ ও কাঠ ব্যবহার করেছেন।

পাবনার সুজানগর উপজেলার বিন্নাডাঙ্গী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, ভবনের একটি দরজার লিন্টেল ভেঙে দেবে গেছে। লিন্টেলের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় বাঁশ। এর সোজা বারান্দার ছাদের দিকে তাকালে দেখা যায় প্লাস্টার খুলে গেছে। আর এখানে চোখে পড়ে সুরকি-সিমেন্টের মাঝে উঁকি দিচ্ছে কাঠের বাতা। বিভিন্ন জায়গায় মারাত্মক ফাটল ধরার পাশাপাশি বেশির ভাগ জায়গা থেকে প্লাস্টার খসে গেছে। সামান্য বৃষ্টি হলে ছাদ থেকে পানি চুইয়ে পড়ে। এ কারণে শিক্ষার্থীদের পাঠদান চরমভাবে ব্যাহত হয়।

প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ জানান, নির্মাণের সময় ওই দুই ঠিকাদার শিক্ষকদের চোখ ফাঁকি দিয়ে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁদের সুবিধামতো সময়ে ভবন নির্মাণ করেন। কী জাতীয় নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে, তা তাঁরা দেখতে পারেননি। তিনি বলেন, 'বিদ্যালয় ভবনের এমন শোচনীয় অবস্থা যে যেকোনো মুহূর্তে ধসে পড়ে হতাহত হতে পারে। কিন্তু এর পরও বিকল্প কোনো ভবন না থাকায় দিনের পর দিন ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে চলছে ১৫১ জন শিশুর পাঠদান।' তিনি আরো জানান, ভবনটি নির্মাণের সময় প্রধান শিক্ষক ছিলেন ওসমান গণি। সাত বছর আগে তিনি অবসর নিয়েছেন। ঠিকাদাররা কোনো কাগজ বুঝিয়ে না দেওয়ায় তিনিও তাঁকে (বর্তমান প্রধান শিক্ষক) কোনো কাগজপত্র দিয়ে যেতে পারেননি।

নাম না প্রকাশ করার শর্তে কয়েকজন ব্যক্তি জানায়, এলাকার কাজ হিসেবে দেখার জন্য গেলে ঠিকাদারের লোকজন ভয় দেখিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোস্তফা শেখ বলেন, 'বিষয়টি উপজেলা শিক্ষা বিভাগ ও উপজেলা প্রকৌশল বিভাগকে লিখিতভাবে অবহিত করা হয়েছে। কিন্তু তারা কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।'

সুজানগর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সৈয়দা নার্গিস আক্তার বলেন, 'সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা বিল্লাল সম্প্রতি বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেছেন। তাঁর কাছ থেকে বিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। তবে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে কিছু জানায়নি। আমি ইতিমধ্যে বিষয়টি লিখিতভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার পাশাপাশি ওই ভবনে পাঠদান না করতে প্রধান শিক্ষককে নির্দেশ দিয়েছি।'

উপজেলা প্রকৌশলী জহুরুল ইসলাম বলেন, 'ভবনটি আমার কার্যকালে নির্মাণ করা হয়নি, অনেক আগের। তা ছাড়া বাঁশ-কাঠ দিয়ে ভবন নির্মাণের বিষয়ে আমাকে কেউ কিছু জানায়নি। খোঁজ খবর নিয়ে শিগগির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।'

সুজানগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'বিদ্যালয়টির অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর চিঠি দিয়েছি। বিষয়টি দুঃখজনক। নির্মাণকাজটি অনেক আগের। আমার সময়ে না হওয়ায় আমি কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছি না। তবে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও এর সঙ্গে জড়িত প্রকৌশলীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক—এটা প্রত্যাশা করছি।' তিনি জানান, আগামী সপ্তাহের মধ্যে বিকল্প ব্যবস্থায় (মাঠে শেড নির্মাণ করে) ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।